রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ২৭, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-২ ও আইন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ ভদ্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ/২৪ আগস্ট ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৩.০১.০০০০.১২৭.০২.০০৩.১৩(অংশ-১)-১৮৭— সরকার ১৮ আগস্ট ২০১৪/ ০৩ ভদ্র ১৪২১ তারিখে ''জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪'' অনুমোদন করেছে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মুহিবুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪

ভূমিকা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ি সম্পদের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে চিংড়ি হ্যাচারি, চিংড়ি নার্সারি, চিংড়ি খামার, চিংড়ি চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ডিপো, আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র, চিংড়ি খাদ্য ও আহরণ সামগ্রী তৈরি এবং পরিবহন ইত্যাদি কাজে প্রায় ১.৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য চিংড়ি সেক্টরে নিয়োজিত রয়েছেন।

আশির দশকে সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিংড়ি চাষ কার্যক্রমের সূচনা হয়। ক্রমান্বয়ে চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রসারের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও গুরুত্বের প্রেক্ষিতে চিংড়ি সম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটছে। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে চিংড়ি এককভাবে অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটেছে। পরিকল্পিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি চিংড়ি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে চিংড়ি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কৌশল গ্রহণ একান্ত জরুরী। বর্ণিত অবস্থার আলোকে একটি যুগোপযোগী **জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা**, ২০১৪ প্রণয়ন করা হলো।

২. জাতীয় চিংড়ি নীতির উদ্দেশ্য

(ক) উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

(১) অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশ, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও উপযোগিতার সাথে সংগতি রেখে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ অনুযায়ী লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে পরিকল্পিত চিংড়ি চাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি;

(২) চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উলম্ব/আনুভূমিক অথবা উভয় পদ্ধতির কৌশল অবলম্বন;

(৩) সম্পদের উন্নয়ন ও স্থায়িত্বশীল টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে সহায়তা;

(৪) সমুদ্র ও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত চিংড়ি সম্পদের টেকসই সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং আহরণ কৌশল প্রবর্তন;

(৫) প্রজননক্ষম চিংড়ি আহরণ যুক্তিসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ;

(৬) পরিবেশবান্ধব সমন্বিত চিংড়ি চাষ, শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification) এবং শস্য আবর্তন (Crop Rotation) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ;

(৭) মূল্য সংযোজন, বিপণন ও রপ্তানির মাধ্যমে অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী চিংড়ির গুণগতমান সংরক্ষণ, চিংড়ি উৎপাদন, আহরণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা প্রবর্তন;

(৮) চিংড়ি উৎপাদনে জড়িত ভ্যালু চেইনে Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) এবং Traceability নীতিমালা অনুসরণ কার্যকরভাবে চালুকরণ ।

(খ) প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি :

(১) ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী চিংড়ি ও চিংড়িজাতপণ্যের মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

(গ) কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন :

(১) উৎপাদন, আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, মৎস্যজীবী ও জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২) চিংড়ি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন;

(৩) প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ি পোনা আহরণ কার্যকরভাবে বন্ধ করার লক্ষ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারিদের বিকল্প কর্মসংস্থান বা উপার্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) চিংড়ি শিল্পে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ও বিধি যথাযথ অনুসরণ।

(ঘ) পরিবেশ ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা :

(১) চিংড়ি চাষ এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;

(২) Specific Pathogen Free (SPF) Brood stock এর মাধ্যমে সুস্থ-সবল ও নীরোগ পোনা উৎপাদন;

(৩) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ;

(৪) উন্নত ও লাগসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে রোগবালাই দমন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩. **জাতীয় চিংড়ি নীতির পরিধিঃ-**

- চিংড়ি চাষযোগ্য জমি ও জলাশয়ে চিংড়ি উৎপাদন ও আহরণ ব্যবস্থাপনা;
- সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি-রপ্তানি;
- উপকরণ সরবরাহ ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত চিংড়ি উৎপাদক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, ব্যবস্থাপক;
- সংশ্লিষ্ট সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা ব্যক্তি;
- ল্যাব, প্রসেসর, এজেন্ট, ডিপো, সমিতি, পুকুর, জলাশয়, ঘের, চিংড়ি খামারসহ এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সকলে **জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪** এর আওতাভুক্ত হবে।

৪. **বাস্তবায়নের ক্ষেত্রসমূহ :**

৪.১ চিংড়ি উৎপাদন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা;

৪.২ প্রাকৃতিক উৎসের চিংড়ি সংরক্ষণ ও সহনশীল আহরণ;

৪.৩ মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৪.৪ প্রক্রিয়াজাত পণ্য বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজন ও রপ্তানি ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;

৪.৫ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন;

৪.৬ চিংড়ি শিল্পে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

৪.৭ নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন;

৪.৮ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ও বিধি প্রতিপালন;

৪.৯ চিংড়ি চাষ বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও গবেষণা।

৫. **বাস্তবায়ন কৌশল :**

৫.১ **চিংড়ি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা**

৫.১.১ চিংড়ি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রচলিত সম্প্রসারিত (Extensive) ও উন্নত সম্প্রসারিত (Improved extensive) পদ্ধতি ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে আধানিবিড় (Semi-intensive) চাষ ও ব্যবস্থাপনায় চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

৫.১.২ চিংড়ির খাদ্য উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ বাস্তবায়নসহ সংশ্লিষ্ট ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বিপণন লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন;

৫.১.৩ মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ অনুযায়ী চিংড়ি ও পোনা উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের সার্বিক তথ্যাদিসহ সার্টিফিকেট প্রদান ও ভাইরাসমুক্ত পিএল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৫.১.৪ সকল চিংড়ি খামার/ঘের, মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, হ্যাচারি, নার্সারি, বরফ কল, ডিপো, মৎস্য অবতরণ ক্ষেত্র, পরিবহন সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রস্তুত কারখানা, প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধীকরণ;

৫.১.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চিংড়ি চাষিদের অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদান;

৫.১.৫ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান।

৫.২ উপকূলীয় অঞ্চলের নদ-নদী ও জলাশয়ের প্রাকৃতিক চিংড়ি সংরক্ষণ ও আহরণ :

৫.২.১ দায়িত্বশীল মৎস্য আচরণ বিধি (Code of Conduct for Responsible Fisheries) অনুসরণপূর্বক বঙ্গোপসাগরের চিহ্নিত এলাকা হতে প্রজননক্ষম মা চিংড়ি (Gravid Mother) এর সহনশীল আহরণ নিশ্চিতকরণ;

৫.২.২ চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) রক্ষার উদ্দেশ্যে বাগদা, গলদা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রজাতির চিংড়ির প্রজনন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.২.৩ প্রজননকাল ও প্রজননোত্তর অভিপ্রয়াণ (Migration) যাতে বাধাগ্রস্থ না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.২.৪ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাভূমির বিশেষ করে যে অংশ জলজপ্রাণির ব্রিডিং, ফিডিং ও নার্সারি ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত তা চিংড়ি চাষের জন্য ইজারা প্রদান না করা;

৫.২.৫ চিংড়ি চাষ এলাকার পোল্ডারভুক্ত ও পোল্ডার বহির্ভূত স্থানে সরকারি/বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অনুমোদিত বেসরকারি স্লুইচ গেইট দিয়ে পানি প্রবেশ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। নদীর পানি প্রবেশ ও নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত নদ-নদীর খাল-নালা ইত্যাদি ইজারা না দেয়া এবং এই নীতি কার্যকর হওয়ার পর ইতোপূর্বে প্রদত্ত ইজারা নবায়ন না করা।

৫.৩ উপকূলীয় এলাকায় সমন্বিত চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা :

৫.৩.১ পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে সংগতি রেখে বাগদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনাকে পর্যায়ক্রমে নিবিড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন;

৫.৩.২ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকল্পে ভূমির শ্রেণি জরিপের (Survey of Land Classification) ভিত্তিতে মাছ ও ধান চাষ কিংবা চিংড়ি ও ধান/লবণ/অন্যান্য সাথী ফসল চাষের সমন্বয় সাধন করা।

৫.৩.৩ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে চিংড়ি চাষের অবকাঠামো তৈরি করা;

৫.৩.৪ বিদ্যমান এবং নির্মিতব্য বেড়ি বাঁধের কিংবা চিংড়ি পোল্ডারভুক্ত এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে উপযুক্ত ফসল যেমন– ধান, লবণ, অন্যান্য সাথী ফসল ও চিংড়ি উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৫.৩.৫ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কেটে চিংড়ি চাষের বিস্তার অথবা ম্যানগ্রোভ বন বিপন্ন করতে পারে এমন চিংড়ি চাষ বিষয়ক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা;

৫.৩.৬ চরাঞ্চলের উপযুক্ততা সাপেক্ষ এ্যাকুয়া-সিলভি কালচার (Aqua Silvi Culture) প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৫.৩.৭ চিংড়ি চাষের ফলে খামার/ঘেরের মাটির গুণাগুণের কোণো বিরূপ বা ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি না হয় সে জন্য লাগসই ঘের ব্যবস্থাপনার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা।

৫.৪ সামুদ্রিক চিংড়ি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ :

৫.৪.১ সামুদ্রিক চিংড়ি সম্পদের বর্তমান অবস্থা জরিপপূর্বক প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে চিংড়ি আহরণের সহনশীল মাত্রা নির্ধারণ;

৫.৪.২ প্রাকৃতিক চিংড়ি প্রজনন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভরা মৌসুমে চিহ্নিত প্রজনন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধ করা এবং সাগরের কতিপয় নির্বাচিত চিংড়ি প্রজনন ক্ষেত্রকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা;

৫.৪.৩ সামুদ্রিক চিংড়ি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য যথাযথ Monitoring, Control and Surveillance (MCS) ব্যবস্থার প্রবর্তন;

৫.৪.৪ চিংড়ি আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন;

৫.৪.৫ চিংড়ি চাষ, আহরণ, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সকল পর্যায়ে নিয়োজিত শ্রমজীবিদেরকে বিদ্যমান শ্রম আইনের আওতায় সুরক্ষা প্রদানে সহায়তা করা।

৫.৫ চিংড়ি হ্যাচারি :

৫.৫.১ চিংড়ি চাষ মূলত গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার ওপর নির্ভরশীল বিধায় মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা যথাযথ বাস্তবায়ন;

৫.৫.২ সংক্রমণমুক্ত চিংড়ি/পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Shrimp Seed Certification পদ্ধতি প্রবর্তন এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে Specifc Pathogen Free (SPF) চিংড়ি পিএল সরবরাহ নিশ্চিত করা;

৫.৫.৩ চিংড়ি হ্যাচারিতে কাজ করার লক্ষ্যে দেশে কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

৫.৬ হ্যাচারি ও চাষের জন্য উপকরণ সরবরাহ :

৫.৬.১ চিংড়ি চাষ, চিংড়ি আহরণ ও চিংড়ি পোনা উৎপাদনসহ সংশ্লিষ্ট কাজে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন উপকরণ/সামগ্রী প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ;

৫.৬.২ চিংড়ির খাদ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপাদান, যথা–ফিসমিল, ভিটামিন, মিনারেল প্রিমিক্স, ফুডবাইন্ডারসহ সংশ্লিষ্ট উপকরণাদি আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

৫.৭ চিংড়ি সংক্রান্ত পরিবেশ :

৫.৭.১ পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক জলাশয় ও সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৫.৭.২ পানি সম্পদ উন্নয়ন (বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সুবিধা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে) সংক্রান্ত বাঁধ, অবকাঠামো ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং পানি দূষণ করতে পারে এমন সব কর্মকাণ্ড, যেমন–অপরিশোধিত বর্জ্য নির্গমনকারী কলকারখানা স্থাপনের পূর্বে EIA (Environmental Impact Assessment) রিপোর্ট দাখিলসহ পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও ECC (Environmental Clearance Certificate) গ্রহণ করতে হবে, যা চিংড়ি চাষ ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য;

৫.৭.৩ উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি-ফসল উৎপাদনযোগ্য জমি এবং বনাঞ্চলের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন করে এককভাবে চিংড়ি চাষের কাজে ব্যবহারের বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত এ সকল জমিতে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম গ্রহণ না করা;

৫.৭.৪ উপকূলীয় জেলাসমূহের কৃষি জমিতে জমি মালিকের পূর্বানুমতি ব্যতীত লবণাক্ত পানি প্রবেশ করিয়ে চিংড়ি চাষ করা যাবে না;

৫.৭.৫ যত্রতত্র পোল্ডারের বেড়িবাঁধ কেটে লোনা পানি প্রবেশ না করিয়ে নির্ধারিত স্থান দিয়ে পরিকল্পিত উপায়ে লোনা পানি প্রবেশ করিয়ে চিংড়ি চাষ করতে হবে এবং বাঁধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মূল নকশা অনুসরণ করতে হবে। ঘের মালিকদেরকে বেড়িবাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে ।

৫.৮ ভূমি অঞ্চলিকরণ :

৫.৮.১ ভূমির প্রকৃতিগত অবস্থান ও উপযোগিতা বিবেচনায় চিংড়ি/ধান/অন্যান্য ফসলী এলাকা চিহ্নিতপূর্বক বাৎসরিক চিংড়ি চাষের শুরু ও শেষ হওয়ার সময় উল্লেখসহ ভূমি অঞ্চলিকরণ (Land Zoning) করা হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরের সাথে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৫.৮.২ চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাময় ও আর্থ-সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রতিটি অঞ্চলের সরকারি/বেসরকারি ভূমি চিংড়ি চাষের আওতায় আনার কর্মসূচি গ্রহণ;

৫.৮.৩ ভূমির মালিকের সম্মতিক্রমে জমিতে চিংড়ি চাষ করা যাবে;

৫.৮.৪ ভূমির মালিক ও ইজারাগ্রহীতার মধ্যে জমির হারি (ইজারা মূল্য) নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে মতপার্থক্য নিরসন, সামাজিক সমস্যার সুরাহা, ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৫.৮.৫ হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমানো;

৫.৮.৬ চিংড়ি ঘেরের লবণাক্ত পানি চুঁইয়ে (seepage) পার্শ্ববর্তী ফসলের জমিতে প্রবেশ বন্ধ করা;

৫.৮.৭ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (IPM) মাধ্যমে বাতড়ে শাক-সব্জি ফলমূল চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি;

৫.৮.৮ এলাকার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে চিংড়ি ঘেরের আয়তন (বিশেষ করে বাগদা চিংড়ির ক্ষেত্রে) সর্বোচ্চ ১২.১৪ হেক্টরের (৩০ একর) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;

৫.৮.৯ আন্তঃঘেরের আইল বা বাতড় ১.৫-২.৫ মিটার প্রশস্ত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট চিংড়ি চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা।

৫.৯ চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

৫.৯.১ টেকসই ও পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ইত্যাদি সম্পর্কে চিংড়ি চাষে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ;

৫.৯.২ অর্থনৈতিকভাবে সফল ও লাভজনক চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করে সুফলভোগীসহ সাধারণ জনগণকে পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষে উদ্বুদ্ধকরণ;

৫.৯.৩ মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি দিক-নির্দেশনা ও তদারকিতে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের নির্বাচিত/অনুমোদিত কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চিংড়ি ঘেরে পানি উত্তোলন ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৫.১০ চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ

৫.১০.১ চিংড়ির বহুমুখী প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি জোরদারকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১০.২ চিংড়ির বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ, মধ্যস্বত্বভোগী ভূমিকা কমানো এবং চিংড়ি চাষি যাতে সঠিক মূল্যে চিংড়ি বিক্রয় করতে পারেন তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি চাষিদের ক্ষমতায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার পাশাপাশি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হবে। চিংড়ির রপ্তানি বাজার নষ্ট করে এমন কোন কার্যকলাপ চিহ্নিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১০.৩ চিংড়ি উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে HACCP নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের Bio-Terrorism Act, Anti-dumping Act, EU Sanitary Regulations, WTO (World Trade Organization) এর SPS (Sanitary and Phyto Sanitary) অনুযায়ী পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১০.৪ পণ্যের Traceability নিশ্চিত করার জন্য উপাদানের উৎসস্থল হতে সরবরাহের প্রতিটি ধাপে তথ্য সংরক্ষণসহ কাজের মান উন্নয়ন এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকলকে লাইসেন্সিংয়ের আওতায় এনে কোডিং পদ্ধতির ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.১০.৫ সকল ক্ষেত্রে চিংড়িকে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল মৌসুমী চন্দ্রকলা অনুগামী (Lunar Cycle) সেইসঙ্গে অতি দ্রুত পচনশীল পণ্য হিসাবে ঘোষণা।

৫.১১ চিংড়ি রপ্তানি

৫.১১.১ চিংড়িকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসেবে রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি এবং সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

৫.১১.২ চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি খাত এবং রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি বিশেষের সুপারিশ/মতামতসমূহকে প্রচলিত বিধি-বিধানের আওতায় অগ্রাধিকার প্রদান;

৫.১১.৩ চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্যের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাসহ আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১১.৪ আন্তর্জাতিক খাদ্য মেলায় দেশের চিংড়ি পণ্য প্রদর্শনীসহ সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা;

৫.১১.৫ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাননিয়ন্ত্রণ বিধি-বিধান অনুসরণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি ও মৎস্য পণ্যের মান উন্নয়ন করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা।

৫.১২ চিংড়ি সম্পর্কীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

৫.১২.১ প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে চিংড়ি সম্পদ বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ;

৫.১২.২ কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মৎস্য বিষয়ক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে পাঠ্যক্রমে চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ ।

৫.১২.৩ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সরকারি/ বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের পদক্ষেপ গ্রহণ;

৫.১২.৪ চিংড়ি বিষয়ে দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় সমস্যার গ্রহণযোগ্য/টেকসই সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে / বিষয়ে গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার ওপর গুরুত্ব আরোপ;

৫.১২.৫ বিভিন্ন সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/এনজিও প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করে হাতে কলমে শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

৫.১২.৬ চিংড়ি পোনা উৎপাদনের কারিগরি কলাকৌশল, পোনা পরিবহন ও পরিচর্যা, চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন ইত্যাদি কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি/বেসরকারি ব্যক্তিবর্গকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে নির্বাচিত চিংড়ি নার্সারি ও সরকারি মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রসমূহের মান উন্নীত করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা;

৫.১২.৭ চিংড়ি আহরণোত্তর (Post Harvest) সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থাপনার ওপর সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫.১৩ চিংড়ি বিষয়ক গবেষণা

৫.১৩.১ চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন কাজে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পরিবেশবান্ধব ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান;

৫.১৩.২ দেশে চিংড়ি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর চিংড়ি বিষয়ক গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা; চিংড়ি চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে এতদসংক্রান্ত সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর গবেষণা কর্মের সংস্থান রাখা।

৫.১৩.৩ চিংড়ি সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ক্রমপ্রসারমান চিংড়ি শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল শ্রেণির স্টেকহোল্ডারের প্রত্যাশিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চিংড়ি সম্পর্কিত মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণ করা।

৫.১৩.৪ গুণগতমান সম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য অক্ষুন্ন রাখা।

৫.১৩.৫ চিংড়ি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সমন্বয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা;

৫.১৩.৬ জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪ কার্যকর করার দায়িত্ব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়সহ স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য চিংড়ি চাষি, সকল চিংড়ি হ্যাচারি ও চিংড়ি রপ্তানিকারক সমিতি, সংগঠন ও সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা;

৫.১৩.৭ চিংড়ি সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম অধিকতর সমন্বয় করা।

৫.১৪ চিংড়ি ঋণ ও বীমা

৫.১৪.১ চিংড়ি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান কার্যক্রমে সরকারি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.১৪.২ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সহায়ক চিংড়ি শিল্প স্থাপন এবং চিংড়ি চাষের জন্য যৌক্তিক শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.১৪.৩ চিংড়ি শিল্পকে অধিকতর লাভজনক রপ্তানি শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার স্বার্থে জাতীয় বীমানীতির অনুসরণে চিংড়ি বীমা চালু করার লক্ষ্যে সরকারি বীমা কোম্পানী ও বেসরকারি বীমা কোম্পানীগুলোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.১৫ নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজ

৫.১৫.১ চিংড়ি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময়সহ ট্রেসিবিলিটির তথ্য নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের চিংড়ি উইং-এ একটি ডাটাবেজ (Database) গড়ে তোলা।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd